

# দ্রুত শনাক্তকরণ ও চিকিৎসাই হতে পারে স্পাইনাল সমস্যার নিশ্চিত সমাধান



## Dr. Partha P Bishnu

MS, MCh (Neurosurgery) G B PANT, New Delhi  
Senior Consultant

Department of Neurosciences (Brain & Spine)  
NH R N Tagore Hospital (RTIICS), Kolkata - 99

☎98361 74317

email : partha.bishnu.dr@nhhospitals.org

web : www.neurosurgeryindia.co.in





ছবি - ১



ছবি - ২



ছবি - ৩

পা-এ এবং পিঠে অত্যন্ত যন্ত্রণা হওয়ার জন্য রোগী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না। সার্জারির পর তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে সক্ষম এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন।

## কেস - ১

আমি স্বপন কুমার ঘোষ। বয়স ৫৬ বছর। নিবাস খড়্গপুর। দীর্ঘদিন ধরে কোমরের ও পায়ের ব্যথায় ভুগছিলাম, হঠাৎ করে পায়ের ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় সোজা হয়ে হাঁটতে পারছিলাম না আর প্রস্রাবেও সমস্যা হচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না ঠিক কোথায়, কোন চিকিৎসকের কাছে যাব। শেষ পর্যন্ত আমি এক আত্মীয়ের কাছে সন্ধান পেয়ে নিউরো স্পাইন ক্লিনিকে (R N Tagore Hospital, Kolkata) ডাঃ পার্থ পি বিষ্ণুর সঙ্গে যোগাযোগ করি। MRI পরীক্ষায় দেখা যায় আমার বড় ডিস্ক প্রোল্যাপস হয়ে নার্ভটি চাপা পড়েছে (L4-5 Disc Prolapse) (ছবি - ১)।

অপারেশনের পরের দিনই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি ও ৩ দিনের মধ্যে আমার ছুটি হয়ে যায়। সার্জারিটি যথেষ্ট ন্যায্যমূল্য। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারছি (ছবি - ২)।

শিরদাঁড়ায় বা কোমরে ব্যথা-যন্ত্রণা অনুভূত হলে প্রথমেই উচিত একজন নিউরোস্পাইনসার্জনের সঙ্গে পরামর্শ করা। সাধারণত কোমরের ব্যথার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল স্লিপ ডিস্ক, টিউমার, টিবি, কোনও দুর্ঘটনাজনিত আঘাত। সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সবথেকে নির্ভরযোগ্য উপায় এম আর আই (MRI Scan)। এই পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায় কোমরের যন্ত্রণার কারণ কী। এই সমস্যার ক্ষেত্রে দ্রুত শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনে সার্জিক্যাল চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরি। যার দ্বারা রোগীর জীবনের গুণগতমান উন্নত হওয়া সম্ভব। কোমরে ব্যথা ও স্পাইনের ব্যথার চিকিৎসা - সব কোমরের ব্যথায় সার্জারির দরকার হয় না। বর্তমানে নিউরো স্পাইন প্রোগ্রাম, স্পাইন স্কোর গাইডলাইন এই সমস্যাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে

আনা সম্ভব হচ্ছে। যদি রোগীর বড় স্লিপ ডিস্ক, টিউমার, টিবি ইত্যাদি হয় তখন মাইক্রোসার্জারি দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। এই পদ্ধতির সাফল্য তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এবং রোগী দ্রুত সেরেও ওঠেন। নার্ভের উপর যদি অতিরিক্ত চাপ দেখা যায় তাহলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কখনওই দেরি করা উচিত নয়। এই রোগ ফেলে রাখলে তা থেকে প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা দেখা দেয় কারণ একবার প্যারালাইসিস হয়ে গেলে চিকিৎসার ফল আশানুরূপ হয় না। এই প্রোগ্রামগুলি ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সে (ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন) যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

## কেস - ২

আমি টুম্পা রায় (নাম পরিবর্তিত)। বয়স ২২ বছর। বর্তমানে থাকি ও সেখানকার একটি কলেজে পড়ি। আমি মাঝে মাঝেই কোমরের ও পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পেতাম। তলপেটে ব্যথা থাকার জন্য দীর্ঘদিন আমার গাইনি চিকিৎসা চলে। এরপর হঠাৎ আমার পা দুর্বল হতে শুরু করে, ফলে আমার হাঁটাচার ক্ষমতা কমে যায় ও প্রস্রাবও বন্ধ হয়ে যায়। এর কিছুদিন পরে আমার পরিবারের লোকজন নিউরো স্পাইন সার্জন ডাঃ পার্থ পি বিষ্ণুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। MRI পরীক্ষায় দেখা যায় আমার শিরদাঁড়ায় নার্ভের সঙ্গে জড়িত একটা বড় টিউমার রয়েছে (L2-SCHWANNOMA) (ছবি - ৪)। এরপর মিনিমালি অ্যাকসেস স্পাইন সার্জারি করে টিউমারটি বাদ দেওয়া হয়। ভয় ছিল অপারেশনের পর আবার আগের মতো হাঁটাচলা করতে পারব কিনা। কিন্তু অপারেশনের দুদিন পর থেকেই আমি হাঁটতে শুরু করি ও এক সপ্তাহ পরে হাঁটাচলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যায়।

## স্পাইনাল টিউমার -

স্পাইনাল টিউমার হল একটি মাংসপিণ্ড (Mass) যা স্পাইনাল কর্ড বা শিরদাঁড়ার মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটি অনেক সময় ক্যানসারাস আবার অনেক সময় নন-ক্যানসারাস হয়ে থাকে। স্পাইনাল টিউমারের ফলে নার্ভের উপর চাপ পড়তে থাকে ফলে হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া, হাঁটা-চলার অসুবিধা কিংবা অকেজো হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা যায়। প্রাণুবয়স্ক বা বাচ্চা যে কোনও কারোরই এই সমস্যা হতে পারে। স্পাইনাল কর্ড টিউমার বা এই ধরনের মাংসল বৃদ্ধির কারণে রোগীর শরীরে যন্ত্রণা, নিউরোলজিক্যাল সমস্যা বা অনেক সময় প্যারালাইসিস হতে দেখা যায়।

## শনাক্তকরণ -

স্পাইনাল টিউমারটি বিনাইন না ম্যাগ্নিগনেট তা জানার জন্য রোগীর মেরুদণ্ডের MRI এবং PET স্ক্যান করা হয়।

## চিকিৎসা -

স্পাইনাল টিউমারগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিনাইন হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে এটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময়যোগ্য। এই টিউমারগুলি যত দ্রুত শনাক্তকরণ হবে ততই রোগীর জীবনে গুণগতমান উন্নত হবে।

এর চিকিৎসা সাধারণত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে করা হয়। এর ফলে সাধারণত নার্ভ কখনওই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

## কেস - ৩

আমি তুলু দাস। বয়স ৫২ বছর। বেশ কিছু দিন আগে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট লাগে। সেই ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ডান পা-এ ব্যথা বেশি হত। ধীরে ধীরে হাঁটতে এবং দাঁড়াতে



কোমরের নিচ থেকে অতিরিক্ত যন্ত্রণার কারণে রোগীর পা প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছিল। সার্জারির পর বর্তমানে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে এবং রোগী সুস্থভাবে হাঁটাচলা করতে সক্ষম।

ছবি - ৪

### এক নজরে -

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এগুলি লাইফস্টাইল ডিজিজ। সবক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে না।
- কোমরের ব্যথা শুরুতেই যদি নিউরো স্পাইন সার্জনের পরামর্শ নেওয়া হয় তবে অনেক ক্ষেত্রেই অপারেশন এড়িয়ে যাওয়া যায়।
- এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার একমাত্র পছন্দ MRI
- সার্জারি সবক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না কিন্তু মেরুদণ্ডের সার্জারি যদি আবশ্যিকই হয় তবে এটা জেনে রাখা ভালো যে, এই সার্জারিটি অত্যধিক নিরাপদ এবং কার্যকরী। এটি মিনিমালি ইনভেসিভ স্পাইন সার্জারি টেকনিকের মাধ্যমে করা হয়, এই সার্জারিটি অত্যন্ত যথাযথ (High Precision) ও নিরাপদ সার্জারি। এর সাফল্য যথেষ্ট আশা প্রদ।
- এই সার্জারি ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সে (ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন) নিরাপদ পরিবেশে উন্নত পরিষেবা দ্বারা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়ে থাকে এবং এর সাফল্যও যথেষ্ট আশা প্রদ।
- সার্জারির পরে দ্রুত আরোগ্যলাভের জন্য সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন নিয়মানুবর্তিতা এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তন।
- বিভিন্ন নিউরো স্পাইন কেয়ার প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করা, যেখানে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয় যা মেনে চললে এই সমস্যাগুলি থেকে অনেকটাই মুক্তিলাভ সম্ভব।

গেলেও যন্ত্রণা শুরু হয়। এরপর আমি R N Tagore হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করি। MRI পরীক্ষায় আমার স্পন্ডিলোসিস ধরা পড়ার পর স্পাইন প্রোটোকলে নাম নথিভুক্ত করে দীর্ঘ

কয়েক মাস আমার চিকিৎসা চলে। বর্তমানে আমি সম্পূর্ণ যন্ত্রণাহীন জীবন যাপন করছি এবং আমার অপারেশনেরও প্রয়োজন হয়নি।

সাক্ষাৎকারঃ ইন্দ্রানী ঘোষ

## সাফল্যের কারণ

- উন্নতমানের নিউরোসায়েন্সেস ডিপার্টমেন্টে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্রেন ও স্পাইনাল সমস্যার সুচিকিৎসা উপলব্ধ।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা নিউরো-ডায়াগনস্টিক ও নিউরোসায়েন্স বিভাগে চিকিৎসা করা হয়।
- একই সঙ্গে নিউরো রিহ্যাব ও ফিজিওথেরাপি বিভাগ রয়েছে যার অবদান চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।
- অ্যাডভান্সড মনিটরিং ও পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার

- ক্রিটিকাল নিউরো সার্জিকাল রোগীদের ক্ষেত্রে ২৪ x ৭ এমার্জেন্সি পরিষেবা উপলব্ধ।
- অত্যাধুনিক টেকনোলজি (MRI, CT Scan) ২৪ x ৭ উপলব্ধ।
- এখানে নিরাপদ পরিবেশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কের যাবতীয় নিউরো সমস্যার চিকিৎসা করা হয়।

(ডাঃ পার্থ পি বিষ্ণু একজন স্বনামধন্য নিউরোসার্জন। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নামী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন- শ্রী চিত্রা ইনস্টিটিউট, ত্রিবান্দ্রম (কেরল) দক্ষিণ ভারত, রাজীব গান্ধী, ক্যানসার ইনস্টিটিউট, (নিউ দিল্লী)। তিনি বিগত দু'দশকেরও বেশি ব্রেন ও স্পাইন সার্জারি, কমপ্লেক্স ব্রেন ও স্পাইনাল টিউমার সার্জারি, মিনিমালি ইনভেসিভ স্পাইন সার্জারি, শিশুদের ব্রেন ও স্পাইনের চিকিৎসা, ব্রেন স্ট্রোক সার্জারি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে করে চলেছেন। বর্তমানে ডাঃ পার্থ পি বিষ্ণু, RTICS, কলকাতা- র সিনিয়র কনসালটেন্ট, নিউরো সায়েন্সেস বিভাগ।